স্প্রে করার পরে গ্রীষ্মকালে ৪-৫ সপ্তাহ পরে ও শীতকালে ৮-৯ সপ্তাহ পরে ফুল আসে। ফুল আসার পর গ্রীষ্মকালে ৪.৫-৫ মাস পরে ও শীতকালে ৫.৫-৬ মাস পরে ফল তোলা হয়। একসাথে ফুলফল আনার জন্য গাছের বয়স যখন ১১ মাস তখন ইথ্রেল ০.২৫ মিলি, ইউরিয়া ২০ গ্রাম ও ০.৪ গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট ১ লিটার জলে গুলে স্প্রে করা হয়।

ফলন- হেক্টরে ৩৫০০০-৪০০০০ গাছ হলে ফলে হবে ৪০-৫০ টন আর হেক্টরে ৪৩০০০-৫০০০০ গাছ হলে ফলন হবে ৫০-৬০ টন।

ফসল সুরক্ষা: রোগ-

১) ফল পচা- ফলটি ধীরে ধীরে পচে যায়। এর জন্য অ্যাজোক্সিস্ট্রবিন (১ মিলি/লি জলে) স্প্রে করতে হবে।

২) কান্ড পচা- মাঝের পাতাগুলি বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে যায় পাতার গোড়া পচে যায়। পরে কান্ড ও শিকড় নষ্ট হয়ে যায়। হেক্সাকোনাজেল ২ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

৩) পাতায় দাগ- পাতায় কালো আভা দিয়ে বাদামী বা সাদাটে দাগ দেখা যায়। পরে দাগগুলি শুকিয়ে পাতা বেঁকে যায়। কার্বেন্ডাজিম ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

পোকা-

দয়ে পোকা- শিকড়ে প্রথমে আক্রমন করে। ফলে শিকড়ের বৃদ্ধি হয়না ও পরে পচে যায়। এরপর পাতাগুলি ঝিমিয়ে পড়ে।

থায়োমিথোক্সন ৫ গ্রাম প্রতি ১৫ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

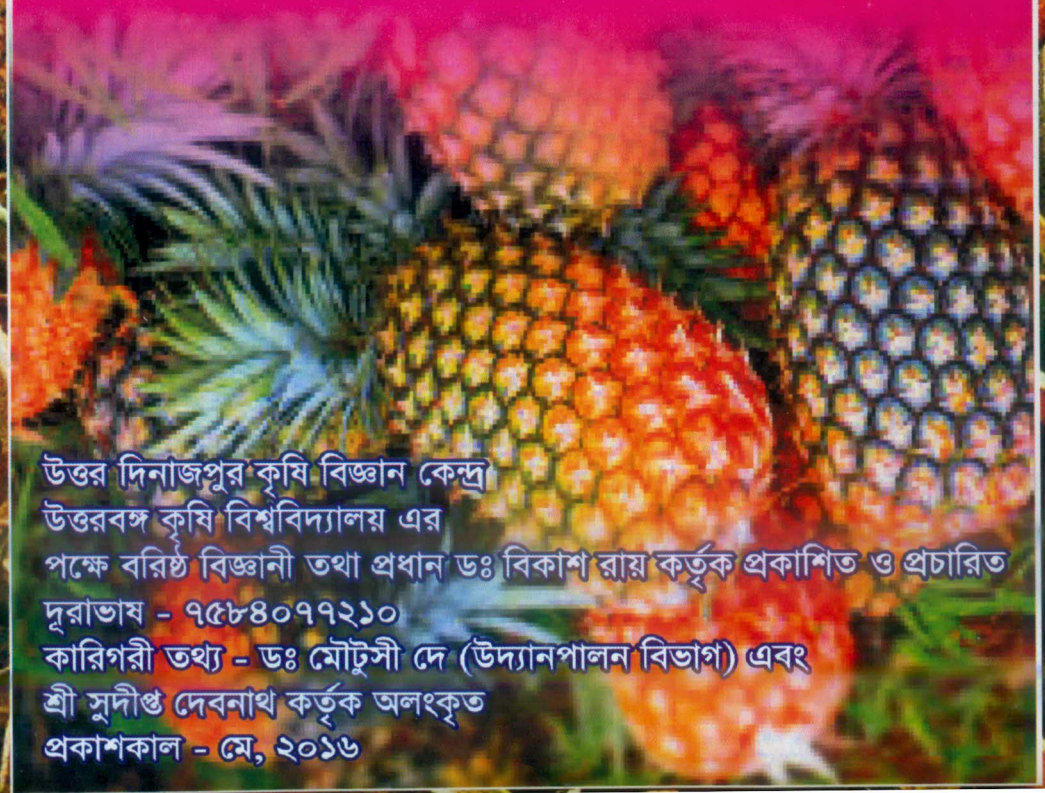

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর
পক্ষে বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী তথা প্রধান ডঃ বিকাশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
দূরাভাষ - ৭৫৮৪০৭৭২১০
কারিগরী তথ্য - ডঃ মৌটুসী দে (উদ্যানপালন বিভাগ) এবং
শ্রী সুদীপ্ত দেবনাথ কর্তৃক অলংকৃত
প্রকাশকাল - মে, ২০১৬

আনারস চাষ

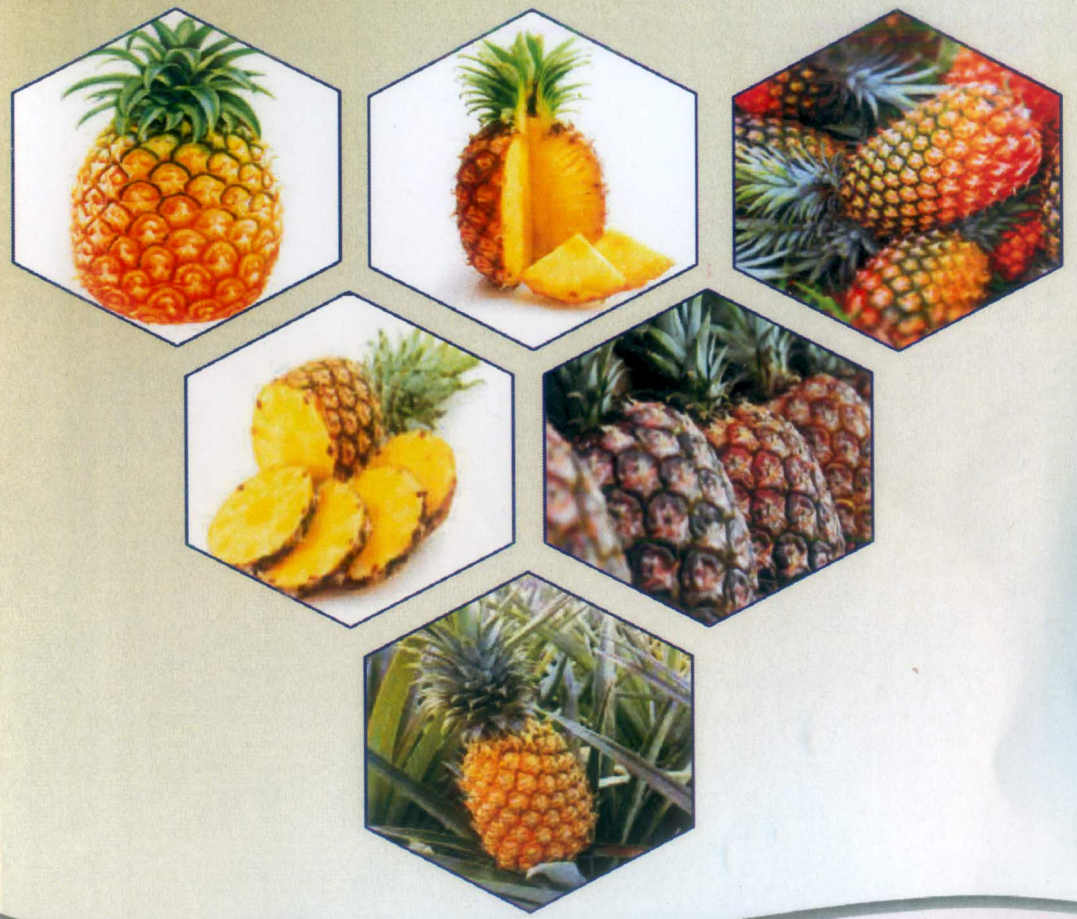

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর
ফোন - ৭৫৮৪০৭৭২১০
e-mail : udpkvk@gmail.com

আনারস চাষ

আনারসের বি'নসম্মত নাম অ্যানানাস কোমোসাস (*Ananas comosus*)। যদিও এই ফলটির উৎপত্তিস্থল ব্রাজিল কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত উষ্ণ অ'লগুলিতে এর চাষ হয়। ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হল আনারস। এর সৌন্দর্যের জন্য এটি 'সোনালী রানী' নামে পরিচিত।

আনারসে ভালো পরিমানে ভিটামিন এ ও ভিটামিন বি আছে। এতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন-সি ও আছে। এছাড়াও আছে ফসফরাস ও আয়রন। এর মধ্যে ব্রোমিলিন নামে একপ্রকার উৎসেচক আছে যা হজমের সহায়ক। আনারসের পাতায় প্রচুর পরিমানে ক্লোরোফিল আছে। এছাড়াও পাতা থেকে ২-৩% শক্ত, মসৃন, রেশমী তন্তু পাওয়া যায়। আনারস টিনজাত করা যায় এবং জ্যাম, জেলী, স্কোয়াশ ইত্যাদি তৈরী হয়। রস বের করার পর ছিবড়েটা খুব ভালো গোখাদ্য।

জাত:

১) কিউ - নাবি জাতের। ফল হয় আগস্ট-সেপ্টেম্বরে

২) কুইন-জলদি জাতের। ফল হয় জুলাই-আগস্ট মাসে

৩) মরিসাস- ফল আকারে ছোট হয়। মাঝারি জাতের। আগস্ট মাসে ফল হয়

মাটি: জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত উঁচু অথবা মাঝারি উঁচু জমিতে আনারস চাষ ভালো হয়। দোঁয়াশ বা বেলে দোঁয়াশ মাটি যেখানে জৈবপদার্থ বেশী পরিমানে আছে আনারস চাষের জন্য উপযুক্ত। মাটি অল্প অম্লধর্মী হলে তা এই চাষের জন্য আদর্শ। মাটির পি.এইচ. ৫-৬-এর মধ্যে থাকা ভালো। ভারী মাটিতে আনারস বড় হয় কিন্তু হালকা মাটিতে ফলের সুগন্ধ ভালো হয়।

জলবায়ু: এটি উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অ'লের ফসল। সমুদ্রের কাছে যেখানে তাপমাত্রা ২১-২৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস সেখানে ফল ভালো হয়। খুব কম তাপমাত্রা ফসলের জন্য ক্ষতিকর হলেও অল্প ঠান্ডায় গুনগত মান বৃদ্ধি পায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫২৫ মিটার পর্যন্ত উপরে এর চাষ সম্ভব। ১৫০ সেমি বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। বেশী হাওয়াযুক্ত অ'লে পাতা ছিঁড়ে যায়।

বংশবিস্তার- অঙ্গজজনন পদ্ধতিতে আনারস বংশবিস্তার করে। গাছের বিভিন্ন অংশ থেকে উৎপন্ন তেউরগুলি আনারসের চারা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

তেউর (গুটিচারা)- ১৬-১৮ মাসের মধ্যে ফল পাওয়া যায়

পার্শ্ব তেউর (সাইড চারা)- ১৮-২০ মাসের মধ্যে ফল পাওয়া যায়

মুকুট তেউর (মাথার চারা)- ২২-২৪ মাসের মধ্যে ফল পাওয়া যায়

ল্যাবরেটরীতে টিসু কালচারের মাধ্যমে চারার একটি ছোট অংশ থেকে খুব তাড়াতাড়ি একসাথে অনেক চারা তৈরী করা সম্ভব।

রোপনযোগ্য চারার বাছাইকরন: চারাকে তিন ধরনের গ্রেডে ভাগ করা হয়।

	গ্রেড ১	গ্রেড ২	গ্রেড ৩
ওজন	> ৫০০ গ্রাম	৪০০-৫০০ গ্রাম	<৪০০ গ্রাম
সাইজ	> ৪০ সেমি	৩৫-৪০ সেমি	<৩৬ সেমি
পাতার সংখ্যা	> ২৫ টা	২০-২৫ টা	<২০ টা

মাটি তৈরী ও চারা লাগানো- জমি গভীরভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে ফেলতে হবে। মাটি সমান করে উপযুক্ত জলনিকাশীর ব্যবস্থা করতে হবে।

বছরের যে কোন সময় চারা লাগানো যায়। বর্ষার পর থেকে অগ্রহায়ন-পৌষ মাস পর্যন্ত চারা লাগানো যেতে পারে। সুস্থ ও নীরোগ চারা বেছে ছায়ায় ১৫ দিন ফেলে রাখতে হবে। গোড়ার শুকনো পাতাগুলি ছাড়িয়ে নিতে হবে। প্রতি লিটার জলে কার্বেন্ডাজিম ২ গ্রাম বা ৪ গ্রাম ট্রাইকোডারমা ভিরিডি - ২ মিলি মনোক্রটোফস গুলে একটি দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে এবং তার মধ্যে চারাগুলিকে ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে।

চারা রোপনের দূরত্ব- আগে একটি সারির মধ্যে চারা লাগানো হত, তখন হেক্টরে ১৫০০০-২০০০০ চারা লাগানো যেত। এখন জোড়া সারিতে চারা লাগানো হয়। চারা রোপন পদ্ধতিটি হল- সারিতে দুটি চারার দূরত্ব (সেমি) জোড়া সারির দুটি সারির দূরত্ব (সেমি) জোড়া সারির দূরত্ব (সেমি) চারার সংখ্যা প্রতি হেক্টরে। খুব ঘন করে চারা বসালে ফলন বাড়লেও ফলের আকার ছোট হয়, মিষ্টতা কম হয় ও টক বেশী হয়।

জলসেচ- যদিও আনারস বৃষ্টিরহিত ফসল হিসাবে চাষ হয় তা সত্ত্বেও গরমের সময় ২০-২৫ দিন অন্তর ৪-৬ টা সেচ দিলে ফলন ও গুনগত মান বৃদ্ধি পায়। ফুল আসার আগে ও পরে প্রয়োজনভিত্তিক জলসেচ দিতে হবে।

সার প্রয়োগ- সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগের উপর আনারসের ফলন ও গুনাগুন নির্ভর করে। চারা লাগানোর সময় গাছ প্রতি ১৫০ গ্রাম কেঁচোসার বা ৫০০ গ্রাম উত্তম পচা গোবর সার প্রয়োগ করতে হবে। ১.৫ কেজি ট্রাইকোডারমা ভিরিডি ও ১.৫ কেজি অ্যাজোফস ২০০ কেজি জৈবসারের সঙ্গে মিশিয়ে ২০ গ্রাম করে গাছ প্রতি ব্যবহার করতে হবে। ২৫ গ্রাম করে নিমখোল ব্যবহার করলে দয়েপোকা দমন করা যাবে।

সার প্রয়োগের তালিকা

	৩ মাস পর (গাছ প্রতি)	৬ মাস পর (গাছ প্রতি)	৯-১১ মাসের মধ্যে (গাছ প্রতি)
ইউরিয়া (২৫ গ্রাম)	১/২	১/৪	১/৪
সিঙ্গল সুপার ফসফেট (২৫ গ্রাম)	পুরো	-	-
মিউরেট অফ পটাশ (২৫ গ্রাম)	১/২	১/৪	১/৪

আগাছা দমন- এই চাষের মূল সমস্যা হল আগাছা। আগাছা দমন করা হয় মূলত: শ্রমিক দ্বারা। ফসল উৎপাদনের খরচের ৪০% চলে যায় আগাছা দমন করতে। তার উপর সঠিক সময়ে শ্রমিক পাওয়া যায়না। তাই রাসায়নিকভাবে আগাছা দমনের জন্য ১ কেজি ডাইইউরন প্রতি একর জমিতে স্প্রে করলে ২-৩ মাস জমি আগাছামুক্ত থাকবে। এই রাসায়নিক ব্যবহার করলে অবশ্যই জলসেচ দিতে হবে।

পরিচর্য্যা- চারা থেকে গজানো তেউর গাছ প্রতি দুটি রেখে বাকী তুলে ফেলা হয়। চারা লাগানোর দুমাস পর গাছের গোড়ায় মাটি দাওয়া হয়।

ফুলের পরিচর্য্যা- স্বাভাবিক ফুল আসার পরেও তাড়াতাড়ি ফুল-ফল নিতে হলে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ২০ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে এর ৫০ মিলি প্রতি গাছে বিকালবেলায় দিতে হবে।